প্রবাসী বাঙ্গালী

ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক

দেশ ছেড়েছি তাই বলে কি চরিত্র বদলাবো?
সদাই ভাবি বাঙ্গালীত্ব কি ভাবে বাঁচাবো।
তাইতো করি দলাদলি, নেতাগিরির বড়াই
'ও বেটা কে? আমিই বড়ো' প্রমাণ করার লড়াই ।
(ভাববেন না এ সব কাজই উপায় মোদের চেনার -
এই প্রবাসেও গড়ছি মোরা ভাষার শহীদ মিনার ।)

'ক সাহেবের মস্ত বাড়ী?' দুঃখ আমার মনে -
তাইতো কাটাই সময় তাহার ছিদ্র অণ্বেষনে ।
'খ কিনেছে দামী গাড়ী ?' - এ যে দুঃসংবাদ
ওর নামে তাই ছড়াতে হয় নানান অপবাদ ।
(কিন্তু যখন খবর আসে ওদের স্বজন মরে -
কি আশ্চর্য, আমার চোখেও দুঃখের অশ্রু ঝরে ।)

হপ্তা শেষে শনি-রবি, দাওয়াত এর-ওর বাড়ী;
ঠিক সময়ে হাজির হলে হোস্ট ও দেবেন আড়ি ।
তাই সেথা যাই দু ঘন্টা পর বাঙ্গালী টাইম মেনে;
বাঙ্গালীত্ব রাখছি বজায়, খুশী হবেন জেনে ।
নিমন্ত্রনে চাই সকলের বাংলাদেশী খাবার -
বেগুন ভর্তা, সর্ষে ইলিশ সব হয়ে যায় সাবার ।
রসগোল্লা, রসমালাই, ফিরনী যে যা চায় -
পরচর্চা চাটনি মোদের, সে কি ছাড়া যায় ?
(কি বলছেন; খালি হাতে নেমন্তন্নে যাবো ?
বাবা-মা আর পরিবারের নাম আমি ডোবাবো ?)

'সাড়ে ছ'টায় শুরু হবে গানের অনুষ্ঠান?'
পাগল নাকি, এ কিরে ভাই কন্যা সম্প্রদান -
লগ্নভ্রষ্ট হলে যাহার আর হবেনা বিয়ে ?
সাড়ে সাতটায় যাই সেখানে সংগী সাথী নিয়ে ।

সমিতি আর পরিষদের মোটেই অভাব নাই
তাইতো নেতার ছড়াছড়ি - বলিহারি যাই !
এরা যখন বক্তৃতা দেন কেউ শুনে দেয় বাহা;
কেউ বা বলে 'এতো দেখছি মিথ্যে বলে ডাহা।'

আওয়ামী লীগ, বিএনপি আর জামাতে ইসলামী,
বিকল্প দল, বিজেপি বা তার চেয়ে কম নামী
সব দলের ই অনুসারী রয়েছে প্রবাসে
দলের দুঃখে কাঁদে তারা, দলের সুখে হাসে ।

যে যাই করি, যতই ওড়াই ভিন্ন রঙ্গের ফানুশ -
এক ব্যাপারে সব প্রবাসী বড়ই কাছের মানুষ ।
ঝগড়া ফ্যাসাদ যতই থাকুক, বাংলা মায়ের সুখে
সবাই সুখী; তেমনি দুঃখী দেশ জননীর দুঃখে ।

সিডনী, এপ্রিল ১৮, ২০০৫